গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.১৭১

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪২৭
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: **২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের আগস্ট/২০২০ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী**

১.	২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচিসমূহের আগস্ট/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ১৫/০৯/২০২০ তারিখে ব্রি'র ভিডিও কনফারেন্স রুমে Zoom Cloud Meeting প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় পরিচালক (গবেষণা), পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), সকল প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিচালক ও আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আংশগ্রহণ করেন।
২.	উপস্থাপনঃ সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মুঃ মুনিরুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।
৩.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ গত ২৬/০৮/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন দ্বিমত/মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।
৪. ৪.১	বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্পের দরপত্রের কার্যাদেশ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প পরিচালকগণকে মহাপরিচালক মহোদয় ধন্যবাদ জানান এবং কর্মসূচির অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জনের নিমিত্ত আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সকল দরপত্রের কার্যাদেশ সম্পন্ন করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল ল্যাব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, শ্রমিক কলোনী, ব্রি অডিটরিয়ামসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ল্যাব কাম অফিস ভবন এবং সিঙ্গেল একোমোডেশন ভবনের নির্মাণ কাজ মানসম্পন্নভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি'র কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া সভায় বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান চরবদনার দুই খামারের মধ্যবর্তী ব্রিজ নিমার্ণের 3D নকশা সভায় তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মহোদয় সংযুক্ত রাস্তাকে দীর্ঘ করে ব্রিজের ঢালকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যানবাহন খুব মসৃনভাবে চলাচল করতে পারে সে উপযোগী করে নকশা সংশোধন করে নির্মাণ করার পরামর্শ দেন। সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে বন্যার পানির সর্বোচ্চ সীমা চিহ্নিত করে বন্যা পরবর্তি মাটি ভরাটের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে কার্যালয় প্রধানগণ জানান।

৪.১	এছাড়া সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে এবং কৃষকের মাঠে নির্ধারিত সংখ্যক আউশ ধান কর্তনের মাঠ দিবস নিশ্চিত করার পাশাপাশি আউশ ধানের বিভিন্ন জাতের গড় ফলন এবং জীবনকালের তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। বন্যা এবং জোয়ারের পানির জন্য যে সব অঞ্চলে আমন ধান চাষে সমস্যা হচ্ছে যে সব জায়গায় বন্যা এবং জোয়ার পরর্বতী সময়ে খুব দ্রুত আমন ধান চাষে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারো নির্দেশ প্রদান করেন।
৪.২	প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, রাধুনী পাগল, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সভায় গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, সভাকে জানান যে, স্থানীয় জাত গুলির সাথে ক্রসিং এর মাধ্যমে Rapid Elongating উন্নত জলি আমনের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান আছে যা ১-৩ মিঃ গভীর পানিতে চাষ করা যাবে। তিনি আরও বলেন যে, Semi-Deep এলাকার উপযোগী ব্রি ধান ৯১ এর কৃষকের মাঠে স্থাপিত ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে জাতটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ জাতটির বীজ কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, জাতটির ব্রিডার বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এছাড়া Semi-Deep ও Medium, Stagnant এলাকার উপযোগী RYT-2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই লাইন ২টি ব্রি ধান৯১ এর চেয়ে বেশী ফলন দেবে এবং Medium Stagnant এলাকার চাষ করা যাবে। এছাড়া নওগাঁ অঞ্চলের জিরা ও কুষ্টিয়ার মিনিকেট ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় যা গবেষণা সংক্রান্ত পরবর্তী সভায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন।
৪.৩	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ প্রসংগে মহাপরিচালক মহোদয় মেকানাইজেশন প্রকল্পের মাধ্যমে এফএমপিএইচটি এবং ওয়ার্কশপ এন্ড মেশিনারি মেইন্টেনেন্স বিভাগের সকল বিজ্ঞানী, কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরি/ওয়ার্কশপ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে আবারও নির্দেশনা প্রদান করেন।
৪.৪	পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং নতুন জাত উদ্ভাবন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি কসিহিকারি, হুকোরিকু এবং তাকানারি নামক জাপানী জাতের বীজ বর্ধনের কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৪.৫	বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং জিওবি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মওসুমে কৃষকের মাঠে স্থাপিত প্রদর্শনীর প্রভাব মূল্যায়নে কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ২৫/০৮/২০২০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে কৃষি অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, সিএসও প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানানো হয়। সভায় প্রযুক্তি প্রদর্শনীর প্রভাব এবং সীমাবদ্ধতা মূল্যায়নের জন্য কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ Questionnaire (প্রশ্নপত্র) সহ কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করবেন বলে কমিটির প্রধান সমন্বয়ক সভাকে জানান। এছাড়া সভায় গত বোরো মওসুমে আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের মাঠে প্রদর্শনীতে কোন কোন জাতের ফলন ভাল হয়েছে এবং এসব জাতের সংগৃহিত বীজের তথ্য অতিদ্রুত পরিচালক (গবেষণা) এর নিকট জমা দিতে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

৫. ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী আগস্ট/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

(ক) এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি'তে ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট এডিপি বরাদ্দ ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প ০২টি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩০.৫১ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৫.৬৭% মাত্র। গত অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৭০৭২.০০ লক্ষ টাকা। আগস্ট/১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ১২.৬৯% (৮৯৭.৩৫ লক্ষ টাকা)। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২টি প্রকল্পে মোট ১৮টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগস্ট/ ২০২০ পর্যন্ত ১৮টি দরপত্রের আহবান ও ৩ টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

খ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
১.উন্নয়ন প্রকল্প				
১.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৬টি	১৩৯৮.০৫	৬টি	৩টি
১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১২টি	৭০০.০০	১২টি	-
উপমোট (প্রকল্প)	**১৮টি**	**২০৯৮.০৫**	**১৮টি**	**৩টি**
২.উন্নয়ন কর্মসূচি				
২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন	১টি	২৫.০০	১টি	১টি
২.২ নতুন প্রজন্মের ধান (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	৪টি	৭০.০০	-	-
২.৩ বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ	৫টি	৭৩৩.২০	৩টি	-
২.৪ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ স্কিম /কর্মসূচি	৪টি	৩৪৫.০০	-	-
উপমোট (কর্মসূচি)	**১৪টি**	**১১৭৩.২০**	**৪টি**	**১টি**
সর্বমোট (১+২)	**৩২টি**	**৩২৭১.২৫**	**২২টি**	**৪টি**

(গ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত)	আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের আগস্ট/১৯ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					

১.১বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১১০০.০০ (১১০০.০০) (-)	২৭৫.০০(২৫.০০) ২৭৫.০০(২৫.০০) -	৭০.৫১(৬.৪১) ৭০.৫১(৬.৪১) -	৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯) ৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯) -	১৫.০০%
১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১২০০.০০ (১২০০.০০) (-)	৩০০.০০ (২৫.০০) ৩০০.০০ (২৫.০০) -	৬০.০০(৫.০০) ৬০.০০ (৫.০০		১৫.০০%
উপমোট = ২টি প্রকল্প	**২৩০০.০০** **(২৩০০.০০)** **(-)**	**৫৭৫.০০** **(২৫.০০)** **৫৭৫.০০** **(২৫.০০)**	**১৩০.৫১** **(৫.৬৭)** **১৩০.৫১** **(৫.৬৭)**	৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯) ৮৯৭.৩৫ (১২.৬৯)	
২. উন্নয়ন কর্মসূচি					
২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (মোট বরাদ্দ- ১০০.০০ লক্ষ টাকা)	২৫.০০ (২৫.০০) -	৬.২৫ (২৫.০০) ৬.২৫ (২৫.০০ -	- - -	- - -	
২.২ নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা)	৭০.০০ (৭০.০০) -	১৭.৫০ (২৫.০০) ১৭.৫০ (২৫.০০) -	১.০০(১.৪৩) ১.০০(১.৪৩) - -	০.৫০(০.১২) ০.৫০(০.১২) -	৬.০০%
২.৩ বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ (মোট বরাদ্দ- ৯০৬.০০লক্ষ টাকা)	৭৪১.২০ (৭৪১.২০) -	১৮৫.৩০(২৫.০০) ১৮৫.৩০(২৫.০০) -	- - -	- - -	-
২.৪ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ (মোট বরাদ্দ- ৫৮৪.৫০ লক্ষ টাকা)	৩৫৫.০০ (৩৫৫.০০) -	৮৮.৭৫(২৫.০০) ৮৮.৭৫(২৫.০০) -	- - -	- - -	-
উপমোট = ৪টি কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ২০৯৩.৫০ লক্ষ টাকা)	**১১৯১.২০** **(১১৯১.২০)** **(-)**	**২৯৭.৮০(২৫.০০)** **২৯৭.৮০(২৫.০০)** **(-)**	**১.০০(০.০৮)** **১.০০(০.০৮)** (-)	**১২.৫০(১.৫৬)** **১২.৫০(১.৫৬)** **(-)**	-
৩. রাজস্ব বাজেট					

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১১১৫৮.০০ ১১১৫৮.০০ (-)	২৯৩৫.৫০ (২৬.৩১) ২৯৩৫.৫০ (২৬.৩১) -	১৫৯৮.৩২ (১৪.৩২) ১৫৯৮.৩২ (১৪.৩২) -	১২৯৫.৪৫ (১১.৮৭) ১২৯৫.৪৫ (১১.৮৭) -	১৫.০০%
উপমোট	**১১১৫৮.০০ ১১১৫৮.০০ (-)**	**২৯৩৫.৫০ (২৬.৩১) ২৯৩৫.৫০ (২৬.৩১)**	**১৫৯৮.৩২ (১৪.৩২) ১৫৯৮.৩২ (১৪.৩২)**	**১২৯৫.৪৫ (১১.৮৭) ১২৯৫.৪৫ (১১.৮৭) -**	-
সর্বমোট (১+২+৩)	**১৪৬৪৯.২০ ১৪৬৪৯.২০ (-)**	**৩২৩৫.৫০ (২২.০৯) ৩২৩৫.৫০ (২২.০৯)**	**১৭২৯.৮৩ (১১.৮১) ১৭২৯.৮৩ (১১.৮১)**	**২২০৫.৩৩ (১১.৭৪) ২২০৫.৩৩ (১১.৭৪) -**	-

(ঘ) বিবিধ

১. নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:

প্রকল্পের নাম: Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BRRI (TRB-BRRI)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ (৪ বছর), প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা (তেত্রিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র), ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ৭০৫.৫৩ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় ১৫০.২৩ লক্ষ টাকা (২১.২৯%), প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪৯৪.২৪ লক্ষ টাকা (১৪.৬৯%)।

৬. সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	১.১. ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প এবং কর্মসূচির অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জনের নিমিত্ত আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে সকল দরপত্রের কার্যাদেশ সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ)
	১.২ স্পাইরা প্রকল্পের অধীনের সকল নির্মাণ কাজ ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ রেখে দরপত্রের কার্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে মানসম্পন্নভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং সকল মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ এবং মনিটরিং কমিটি
	১.৩ বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের চরবদনার দুই খামারের মধ্যবর্তী ব্রিজের সংযুক্ত রাস্তাকে দীর্ঘ করে ব্রিজের ঢালকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যানবাহন খুব মসৃনভাবে চলাচল করতে পারে সে উপযোগী করে নকশা সংশোধন করে নির্মাণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রধান, বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
	১.৪ সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে এবং কৃষকের মাঠে নির্ধারিত সংখ্যক আউশ ধান কর্তনের মাঠ দিবস নিশ্চিত করার পাশাপাশি আউশ ধানের বিভিন্ন জাতের গড় ফলন এবং জীবনকালের তথ্য সংগ্রহ করতে এবং বন্যা ও জোয়ার পরবর্তী সময়ে খুব দ্রুত আমন ধান চাষে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করতে হবে।	প্রধান, সকল আঞ্চলিক কার্যালয়

২.	২.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, রাধুনী পাগল, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন জাতের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় জাত পেলে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় জাতগুলো ক্রসিং করে আরও উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ
	২.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ, সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকুড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়া অন্যান্য সংগ্রহোত্তর স্থানীয় জাতসমূহ থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা সংরক্ষণের পাশাপাশি এসব জাতসমূহের আলোক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ
	২.৩ কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে মিনিকেট এবং নওগাঁ অঞ্চল থেকে জিরা ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৩.	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ
৪.	৪.১ বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
	৪.২ কসিহিকারি, তাকানারি ও হুকোরিকু জাতের বীজ বর্ধন কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৫.	৫.১ বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং জিওবি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মওসুমে কৃষকের মাঠে স্থাপিত প্রর্দশনীর প্রভাব নির্ণয় করতঃ যে সব জাতের ফলন ভাল হয়েছে এবং পরের বছর ঐ এলাকায় সেইসব জাতের সম্প্রসারণ কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নির্ণয় করা এবং যে সব জাতের প্রর্দশনীর ফলন ভাল হয় নাই তার সীমাবদ্ধতা বের করে নতুন কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।	ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ
	৫.২ গত বোরো মওসুমে আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের মাঠে প্রদর্শনীতে কোন কোন জাতের ফলন ভাল হয়েছে এবং সেইসব জাতের সংগৃহিত বীজের তথ্য অতিদ্রুত পরিচালক (গবেষণা) এর নিকট জমা দিতে হবে।	প্রধান, সকল আঞ্চলিক কার্যালয়

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬-৯-২০২০

ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০
ইমেইল: dg@brri.gov.bd

সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ, আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ, বিভাগীয়/শাখা প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, ব্রি।

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.১৭১/১(৫)

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪২৭
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক (গবেষণা), ব্রি।
২) পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি,।
৩) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী, ব্রি।
৪) সিস্টেম এনালিস্ট , ব্রি (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
৫) পিএ/স্টেনোগ্রাফার, মহাপরিচালকের দপ্তর ,ব্রি, ।

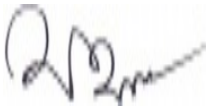

১৬-৯-২০২০
মুঃ মুনিরুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার